একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং আমাকে পাথেয় দিন।’ তিনি উত্তরে এই দু‘আ দিলেন, আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের পাথেয় দান করুন।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে নিবেদন জানাল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি
সফরে যাব, সুতরাং আমাকে পাথেয় দিন।’ তিনি উত্তরে এই দুআ দিলেন, ‘যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাকগুওয়া।’ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। লোকটি পুনরায় বলল,
‘আমাকে আরো পাথেয় দিন।’ তিনি দুআ দিয়ে বললেন, ‘অগাফারা যামবাকা।’ অর্থাৎ, আল্লাহ
তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি আবার নিবেদন করল, ‘আমাকে আরো দিন।’ তিনি পুনরায় দুআ দিয়ে বললেন, ‘অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইসুমা কুন্ত্।’ অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ ক’রে দেন।
[হাসান, গরীব] [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। - এটি দারিমী বর্ণনা করেছেন]

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত: এক লোক সফর করার ইচ্ছা করলে পাথেয় চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে অনুমতি চাইল, উত্তরে এমন দু‘আ করলেন, যাতে পাথেয়ের মতোই তার উপকার হয়। তার পাথেয় হবে আল্লাহর আদেশসমূহের বাস্তবায়ন এবং নিষেধসমূহ হতে ফিরে থাকা। লোকটি আরো বেশি কল্যাণ ও বরকতের দো‘আ লাভের আশায় আবারও পাথেয় চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তরকে খুশি করার জন্য তাকে এ বলে উত্তর দিলেন, আর তোমার গুনাহকে ক্ষমা করুক। লোকটি বেশি কল্যাণ ও বরকতের দো‘আ লাভের আশায় আবারও পাথেয় চাইল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি সুন্দর দো‘আ যেটি কল্যাণ ও কামিয়াবী উভয়কে একত্র করে তা দ্বারা শেষ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাই সে যে কোন জায়গায় অবতরণ করবে এবং যে কোন সময়ে অবতরণ করবে যাতে উভয় জাহানের কল্যাণকে তার জন্য সহজ করা হয় সে দো‘আ করলেন।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/3492